মালঞ্চ।

—:০:—

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

প্রণীত।

—:*:—

কলিকাতা ; ১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৯।

কলিকাতা ; ১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ ; বাণী প্রেসে

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মূল্যের তালিকা

"অশোক-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১৷৷০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ টাকা।

"গোলাপ-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১৷৷০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"পারিজাত-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা,কাপড়ে ১৷৷০ টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"শেফালি-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৷৷৵০ সাত সিকি,কাপড়ে ১৷০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৷৷৵০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৷৷৵০ সাত সিকি,কাপড়ে ১৷০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৷৷৵০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-শিশুমঙ্গল"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৷০ পাঁচ সিকি, কাপড়ে ৷৷৵০ বার আনা, কাগজে ৷৷০ আনা।

"অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ৷৷৵০ বার আনা, কাপড়ে ৷৷০ আট আনা, কাগজে ৷০ চারি আনা।

"অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ৷৷৵০ বার আনা,কাপড়ে ৷৷০ আট আনা, কাগজে ৷৵০ ছয় আনা।

"হরিমঙ্গল"—মূল্য—৷৷০ আট আনা।

"মালঞ্চ-কাব্য"—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৷৷০ দেড় টাকা, কাপড়ে ১৲ এক টাকা, কাগজে ৷৷৵০ বার আনা।

"দেবেন্দ্র মঙ্গল"—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। মূল্য—৵০ এক আনা।

সূচী

সূচী

নিবেদন

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত গোবিন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়—মুক্তহস্তে নিজ নিজ লাই-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেস্‌গুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে, Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,-কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহারা "অপূর্ব্ব!" বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড়মানুষ।

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দু-আনি ছিল; অনুরোধ-সত্ত্বেও বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে নিজমুখে কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক্,—Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচী

পৃষ্ঠা



শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

উপহার।

আসিয়াছ শুধাইতে, ল'য়ে মধু হাসি,
নব বরষের করি মঙ্গল কামনা :
নয়নে এসেছ ল'য়ে সুখ রাশি রাশি,
নির্ব্বাপিতে জীবনের জ্বলন্ত যাতনা।
রাখ মোর হস্ত-পরে ওগো বরাঙ্গনে!
কোমল মঙ্গলভরা প্রিয় হস্ত খানি ;
তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক্ জীবনে,
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী!

মাঙ্গল্য।

প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
উঠুক্ ফুটিয়া তব প্রেম-পুষ্প, হাসি,
সুন্দর মঙ্গলরূপে!—লুব্ধ হৃদয়ের
আশা-দীপ, তাড়াইয়া অন্ধকাররাশি।
তোমারে কি দিব শুভে! কহ আজ, কহ?
মঙ্গলকামনা শত লহ তুমি লহ!

তোমার প্রেম।

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
দিবা নিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান।
নিত্য নব সুখ-ভরে,
ঝলসিছে রবি-করে :
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ!

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
তোমার ও প্রেম সখি! ভুজঙ্গের মত,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত!
প্রতি নিশ্বাসেই তার,
বরিষে মরণ-ধার ;

আকুল চুম্বন আর, দংশিছে সতত !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভুজঙ্গের মত !

তোমার ও প্রেম সখি ! স্বপন সমান—
সুখশ্রান্ত শশী সম মোহ-ম্রিয়মাণ !
        নিশীথের অন্ধকারে,
        কুসুমের গন্ধ-ভারে,
অজানিত সুখ করে হিয়া কম্পমান !

তোমার ও প্রেম তাই স্বপন সমান !
তোমার ও প্রেম সখি ! নিশি আঁধিয়ার !
তমোময় আবরণ আমার তোমার !
        কোন মোহ-আকর্ষণে,
        হাতে হাত লয় টেনে—
তার পরে লুপ্ত করে এ বিশ্ব-সংসার !
তোমার ও প্রেম সখি ! নিশি আঁধিয়ার !

মালঞ্চ।

তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!
হৃদয়ের ফুল-বন দগ্ধ করে যায়!
তীব্র দুঃখ, তীব্র সুখ,
শান্তিহীন শ্রান্ত বুক,
চির দীর্ঘশ্বাস মোর অন্তরে জাগায়!
তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! মৃদু মধু আলো!
কুসুম-চুম্বনে তার, জীবন জুড়ালো!
কোন্ রজনীর তীরে,
কেমনে আসিল ধীরে,
নব স্ফুট প্রাণ-পরে স্বপন রাজিল!
তোমার ও প্রেম সেই মৃদু মধু আলো!

তোমার ও প্রেম সখি! প্রবাসীর প্রায়,
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভাসে কল্পনায়!

অৰ্দ্ধেক পরাণ হরে,
আর অৰ্দ্ধ থাকে ভ'রে,
তৃষাতুর হৃদয়ের অন্ধ বেদনায়!
তোমার ও প্রেম সেই প্রবাসীর প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! অদৃষ্ট সমান,
নিষ্ঠুর শকতি-পূর্ণ, অনন্ত, মহান্!
হ'য়ে জীবনের প্রভু,
হাসায় কাঁদায় কভু;
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ!
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান!

তোমার ও প্রেম সখি! ভিখারীর প্রায়,
আমার প্রাণের কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়!
যা' ছিল সকলি খুলে,
সঁপেছি চরণমূলে;

তবু সেই আঁখি তুলে, বাসনা জানায়!
তোমার ও প্রেম সখি! ভিখারীর প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! অমর-জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন!
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধূলা ভরা ধরণীর ধূলি-নিমগন,
তোমার ও প্রেম আনে জাগ্রত জীবন!

তোমার ও প্রেম সখি! মরণ সমান—
জীর্ণ শ্রান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ!
কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট'পর,
জুড়ায় জ্বলন্ত জ্বালা, আনিয়া নির্ব্বাণ!
তোমার ও প্রেম তাই মরণ সমান!

তোমার ও প্রেম সখি! তোমারি মতন,
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন!
অধর, প্রশান্ত ধীর,
আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয়-তীর, সৌরভ-স্বপন!

এই কাছে এসে চাও,
ওই দূরে চলে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অৰ্দ্ধ-আলিঙ্গন।
সমস্ত হৃদয় তব,
অজানিত নিত্য নব,
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন!
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন!

রাণী।

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনী :
নিশ্বাসে নন্দন গন্ধ, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবনী!

অখণ্ড সুন্দর তনু, অনিন্দ্য মুরতি,
গীত-গন্ধ-বর্ণ-ভরা সুধার ভাণ্ডার!
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
জ্বলন্ত সুন্দর প্রাণ, অনন্ত, উদার!

হৃদয়ের আশা তার, ভ্রমরের মত,
সৌন্দর্য্য-সঙ্গীত-পুঞ্জ তুলিছে গুঞ্জরি!
হৃদয়ের প্রেমে তার প্রস্ফুট সতত,
জীবন-নিকুঞ্জবনে যৌবন-মঞ্জরী!

রাণী হয়ে করিয়াছে রাজত্বস্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন!

জাগরণ।

আমার এ প্রেম তুমি রেখো না বাঁধিয়া
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বদ্ধ কুসুমের :
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পা'ক্ প্রেম মরমের।

সুনীল নয়ন তব নহে গো আকাশ,
প্রাণ-পাখী আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশ :
ও তনু-পরশ নহে বসন্ত-বাতাস,
বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ।

মালঞ্চ।

আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে ;
আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
ভেসেছে তরণী আজ মুক্ত পারাবারে।

প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান :
আমার জীবন-ভরা বিশ্বের আহ্বান !

ওফিলিয়া।

(OPHELIA.)

বর্ণহীন শুভ্র শোভা ম্লান মরতের
ওফিলিয়া! তুমি যেন প্রভাত-শিশির!
অনন্ত-সৌন্দর্য্য-ভরা কবিহৃদয়ের
ওফিলিয়া! তুমি যেন স্বপননিশির!
ওফিলিয়া! মৃদু প্রেম তব মরমের—
কুসুমকোরক সম সুন্দর সুধীর—
শত ছিন্ন, পরশিয়া ক্ষিপ্তপ্রেমিকের
দিবসের দুর্ভাবনা, দুঃস্বপ্ন নিশির!

দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক-পরে, সুন্দর তরুণ :
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির-অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ !
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ পাগলিনি !—
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী !

ঋণী।

তুমি চাও স্বপ্ন-ভরা প্রেম নিরমল,
তুমি চাও মর্ম্মপূজা রক্ত হৃদয়ের :
তোমার ঐশ্বর্য্য চাই, জীবন-সম্বল ;
তুমি চাও স্বর্ণ-মেঘ, ফুল নন্দনের !
ঋণী আমি সকলের ; জনম ভরিয়া
কত আর কব শুধু আশ্বাসবচন !
বিশ্ব-ভরা ক্ষুধা যেন ফেলেছে ঘিরিয়া—
রিক্তহস্ত, নিরুপায়, অস্থির জীবন !
জনমের আছে দাবী, মরণের দেয়,
তোমরা ভুলিয়া কর মিছে অভিমান :
ভগ্ন হৃদি, দগ্ধ তনু, ধূলা মুষ্টিমেয়,
জীবন-চরণে রবে মরণের দান !
আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব :
তার বেশী বৃথা আশা, মিছে কলরব !

আমার ঈশ্বর।

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ-অন্ধকার!
নিষ্প্রভ নয়ন হ'তে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্য গুলি; ভাঙ্গিয়া পড়িছে
প্রাণের আবাস! তাই আজ ডাকিতেছি
বারে বারে, কোথা ওহে নিখিলনির্ভর!
আমার এ অর্দ্ধ-অন্ধ জীবনের ভার
লহ তুলে, আশ্বাসিয়া বিপন্ন হৃদয়।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর? কেন আশে পাশে
মৃত্যু-ভরা প্রেত-ছায়া, নিষ্ঠুর নর্ত্তনে,
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত?

ওহে দেব! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু! স্বর্ণ-করে তব।
শৈশবে আছিনু শুভ্র শিশিরের মত,
কখন দেখিনি দেব! ঘোর কৃষ্ণ ছায়া
সৌন্দর্য্যে তোমার। আপনারি শুভ্রতারে
করিয়া নয়ন, পূর্ণ শুভ্র হেরিতাম,
রোগে শোকে সুখে দুঃখে আকুল সংসার।
প্রভাতকিরণ-দীপ্ত শিশিরের মত
সোনার শৈশব মোর, আকাশের গায়
কনক-বরণে মাখা জলদের মত,
গিয়াছে ভাসিয়া—আমারে রাখিয়া গেছে,
আশা-ভরা ভয়-ভরা পথিকের প্রায়,
জীবনের অর্দ্ধ-আলো-অর্দ্ধ-অন্ধকারে!
ওই যে আসিছে আরো গাঢ় অন্ধকার!
নিখিল সংসারে দেব তুমি অধিপতি!

তোমার নিশ্বাসে বহে বসন্তমলয়—
তোমারি নিশ্বাসে প্রভু! শীতের সমীর
বহিছে ধরণী-পরে—করিছে কুঞ্চিত
বসন্ত-সঞ্চিত সুখ, জীবন-প্রবাহ,
শুষ্ক করি পুষ্পগুলি ধরণীর বুকে!
এই যে অন্তর মোর মগ্ন অন্ধকারে,
তুমি জান জগদীশ! রহস্য তাহার।
তোমারি আদেশ যদি, বল অন্তর্যামি!
এর পর-পারে, পড়িবে কি অাঁখিপরে
সুন্দর—সরস—পুষ্প-পরশের মত,
নন্দনের আলো? সহস্র-সঙ্কল্প-ভরা
তরুণ জীবন, আশা দিয়ে, প্রেম দিয়ে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিত্য রচিতেছে
কত না আগ্রহভরে সুবর্ণস্বপন!
বল দেব! বলে দাও, তিমির-তরঙ্গ
করিছে আকুল মোরে গভীর গর্জ্জনে!

বল দেব! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
সাঁতারিয়া, স্বপ্নভরা নবীন হৃদয়
নন্দনের পথে? আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা; কিন্তু ওহে দেব!
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর অপূর্ব্ব স্বপন!
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান!
আকুল অন্তরে কত সুধায়েছে দাস—
কর নি উত্তর দান! মর্ম্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোত্থিত শিশু সম, সেই সে কাহিনী
আবার উঠেছে কাঁদি কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আঁধারে
কোন্ মোহভরে, কোন্ পাপপুণ্যবলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো উঠে নাই তাহে সুধা এক বিন্দু!
দুরন্ত অনল-ভরা বিদ্রোহ অসীম,

স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার,
কালকূটরূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয় মাঝে। তারি বিষে মোর
জর্জ্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি,
লুণ্ঠিত-চরণে তব দীনের বেদনা,—
দয়া কর আজ!

বুঝেছি, বুঝেছি তবে
কহিবে না কিছু! তৃষার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর
আনিছে ফিরায়ে তব লৌহ-বক্ষ হ'তে
রুদ্ধ ভাষা অশ্রু-সিক্ত লজ্জা-নত আঁখি!
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাষাণের মত।
এই যে বেদনা-ভরা কম্পিত ধরণী,
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের

মর্ম্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যাকুল কণ্ঠে, আকুল পরাণে
কেমনে শুনিবে?—তুমি সুখের সম্রাট!
স্বর্গের রাজন্! তোমার নন্দনমাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে? বুঝিয়াছি
আজ, তুমি শুধু কনককিরণ-ব্যাপ্ত
চিরসুখ চিরগর্ব্ব আনন্দউজ্জ্বল!
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র সম
করুণাবিহীন তুমি, অনন্ত নিষ্ঠুর।
তবে সেই ভাল; সংশয়শঙ্কিত প্রাণ,
দুরু দুরু হৃদয়ের কাতর বেদনা,
ছায়া-অন্ধ নিশীথের মর্ম্ম-অশ্রুজল,
রবি-দীপ্ত দিবসের রুদ্ধ মনোব্যথা:
এর চেয়ে, নিশ্চয় নিষ্ঠুর সত্য ভাল
শতগুণে! তবে সেই ভাল; জীবনের
ভেঙ্গেছে আশ্বাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস,—

তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন!
গেছ যদি, ভাল করে যাও, মুছে দাও
অর্দ্ধ-অন্ধ জীবনের কম্পিত স্বপন।
তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয়তলে, গভীর—গভীর!—
আবারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন!
তার পরে, শেষে, আনন্দ উজ্জ্বল করে',
করুণা মলিন করে', সর্ব্ব প্রাণ ভরে,'
যত্ন করে গড়ে' তুলি আমার ঈশ্বর!
আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিব না আর।

স্বপ্ন।

সেই সে তামসী নিশি নির্দ্দয় নির্জ্জন,
ভাষাহীন অনন্তের রহস্যের মত :
ভাঙ্গিল বিভোর নিদ্রা, মেলিনু নয়ন,
অন্তর-বাহির অন্ধ-অন্ধকার-গত।

সহসা স্বপন সম সুন্দর নির্ম্মল,
ভাসিল আঁধার-মাঝে মানস-মূরতি :—
অপূর্ব্ব অধর খানি চন্দ্র করোজ্জল,
আঁখি দুটি সন্ধ্যা-দীপ মঙ্গল-আরতি।

কহিল না কোনো কথা, নীরব নিশ্চল
নির্দ্দয় দেবতা সম ছিল দাঁড়াইয়া,
ভয়হীন ভাষাহীন চির-হাস্যোজ্জ্বল :
সকল আকাঙ্ক্ষা মোর উঠিল কাঁপিয়া।

চলে গেল : ঘনীভূত কেশপুঞ্জ তার
আকাশে আঁকিয়া গেল ঘন অন্ধকার।

ঘুম-ঘোর ।

আমি তো সঁপিনি হৃদি,
    আপনি পড়েছে ঢুলে
নিশীথের ঘুম-ঘোরে
    তোমারি চরণ মূলে !
মরণেরে দেব বলে
    পরাণ খুঁজিনু হায় !
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
    সে প্রাণ তোমারি পায় ।

প্রাণের গান।

দুরাশা-কম্পিত স্বরে কি গান গাহিব আর,
এত গীতি মনে মনে এত ভুল বারবার।

ধ্বনিত বসন্ত তানে অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্ব্বল ভাষা শক্তিহীন ছিন্ন-তার।

কি যেন শুনা'তে চাই, কি যেন ফুটা'তে চাই,
জন্মভরে যেন সখি! ফুটা'তে পারি না তাই।

শত পুষ্প পড়ে ঝরে', শত গীতি যায় মরে';
হৃদয়ের গান রহে' আমারি হৃদয় ভরে'।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
স্তম্ভিত বিজন গীতি, শুনা'তে পারি না তাই।

ধরণীর আলো লে'গে লাজে গীতি ফিরে যায়,
আপনা আবরি রাখে—যত ডাকি 'আয় আয়'।

অপূর্ব্ব বাসনা আর গীতভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলোভরা হৃদয়-মন্দির ম্লান।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
অভিশপ্ত হৃদি মোর,—গাহিতে পারি না তাই।

দিবসে।

দিন গেল, আন সাকী! প্রমত্ত মদিরা
ভরিয়া সুবর্ণ-পাত্র! করিলে চুম্বন—
ম্লানমুখী দিবসের আলোক সুধীরা
আরক্ত চঞ্চল হয়ে' ভরিবে জীবন!
আসে পাশে যাবে ভেসে কুসুমসৌরভ,
বসন্তসঙ্গীত যাবে বন উজলিয়া :
অধরে বাড়িবে তব লাবণ্য-গৌরব,
কুন্তল-ভুজঙ্গ রবে হৃদি জড়াইয়া!
দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিঃশ্বাস ;
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ ;
কাঁপিয়া উঠিলে মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ, কোথা দুখ!
মলিন গম্ভীর দিন, লাগে না গো ভাল,—
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুরা ঢাল!

অহঙ্কার।

তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর।
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,—
ওগো! কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবন তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্:
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্!
রক্তহীন রিক্ত হস্ত কঙ্কাল জীবন,
সব রক্ত করে পান ঈশ্বর তোমার!
রুদ্ধ করি নিরুপায় জীবন মরণ
চরণে দলিয়া করে মহা অত্যাচার!
কোন্ মুখে কার তরে কর অহঙ্কার?
মুছে ফেল আঁখি হ'তে মোহ-অন্ধকার।

আকাঙ্ক্ষা।

যদিও তোমারি কথা আমার জীবনে,
বসন্ত রাগিণী সম উঠেছে বাজিয়া—
যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে
হৃদয়ের রক্ত ফুল উঠেছে ফুটিয়া!—

এ প্রাণের প্রতি ভাব-প্রমত্ত-ভ্রমর
যদিও তোমারে ঘিরি' আনন্দে গুঞ্জরে—
বসন্ত-পরশ সম স্বপনে তোমার,
যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুঞ্জরে!—

আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
তোমার স্বপন ছাড়ি' তোমারে চাহিছে ;
মধু দেহে সুখস্পর্শ রহস্য গভীর,
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে :

কোথা তুমি ? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন !

প্রেম-চতুষ্টয়।

১

আজি এ তামসী নিশি ধরণী আঁধার!
কম্পিত কামনাভরে প্রমত্ত হৃদয়:
মদিরার মোহ সম, ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময়!
চঞ্চল অনিল চুমি অঞ্চল তুলিছে,
তোমার কুন্তলভরা কুসুমের গন্ধ:
বসন্ত-পাগল প্রাণ সকলই চাহিছে,
কত কি মাধুরী তব লাজ-বাস-বন্ধ!
আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ:
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ।
শোননা আঁধারে হৃদি করিছে ক্রন্দন?
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বন্ধন।

২

শুননা কম্পিত বাণী পুষ্পিত ছলনা
কুসুমের গন্ধভরা অন্ধ হৃদয়ের!
এ নহে সুবর্ণ সুখ নন্দন-মগনা,—
এ যে শুধু অন্ধতৃষা পূর্ণ আঁধারের!
জান না কি দেবতার আশীর্ব্বাদ-ছায়ে'
ফুটেছে অপূর্ব্ব এই প্রেম দু'জনার?
পরিম্লান ধরণীর ধূসর ধূলায়
এ প্রেম মরিয়া হবে মৃত্যুর আধার।
এ মোর স্বর্গের আশা সুন্দর দুর্ব্বল!
বাসনা-নিঃশ্বাস তুমি ফেলিও না তায়:
ভয় হয়,—পাছে মোর জীবন-সম্বল
দেবতার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে' যায়!
যা কিছু সুন্দর, এই প্রেম তাই পা'ক,
আঁধিয়া রজনী তবে পোহাইয়া যা'ক।

৩

বসন্ত-সুন্দরতনু তরুণ দেবতা!
এসেছ জীবনতটে, লও উপহার—
প্রণয়কম্পিত দেহ মধু পুষ্প লতা,
সঘন গম্ভীর নিশি মোহান্ধ-আঁধার!
ওগো আমি আঁখিহীন, নিশীথ মন্থরে?
দেখিতে পাই না তব সুখ-ভরা মুখ;
তোমার পরশভরে ফুটিছে অন্তরে
রক্তসুখ রাশি রাশি, রাশি রাশি দুখ!
আমার হৃদয় দেহ গীত-ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক-অঙ্গুলি:
আছি মোহ-অন্ধকারে তোমাতেই লীনা,—
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত বিজুলি।
মধুর মৃদুল ভাষে কও কথা কও,
চেয়ো' না কাতরকণ্ঠে, লও সব লও!

৪

তুমি ত এসেছ কাছে অনঙ্গের মত,
সঙ্গে লয়ে' জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত ক্ষমতা !
জ্বলিছে তরুণ দেহ হৃদয় সতত,
তোমার ও প্রেমে প্রভু ! নাহি কি মমতা ?

আমার এ পিঞ্জরের নাহি করি ভয়,
লোকলজ্জা কলঙ্কের আছে কিবা ডর ?
ভুল ক'রে বুঝিও না রমণী-হৃদয়,
মর্ম্মহীন অপমানে বাঁধিও না ঘর !

এ প্রেম আমার চক্ষে অনন্ত সুন্দর
চির পুষ্প-তনু হীন অনঙ্গের প্রায় :
ও রূপ আমার বক্ষে মদন-মন্থর
মোহ ভরে কম্পমান সবি ভেসে যায় !

তবে যে তরাসে কাঁপি এত কাছে কাছে ?
এ রুদ্র রক্তের জ্বালা রহে' যায় পাছে।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন !
জীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া :
আপনার হৃদয়ের ধূম্ররাশি দিয়া,
সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন !
হায় ! হায় ! মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে :
ঠেলে' ফেলি' জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্ত্তনাদ শুনি না শ্রবণে !
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে।

স্মৃতি।

সে আছিল আমাদের শান্তির স্বপন ,
অতি দূর নন্দনের সৌন্দর্য্য-কাহিনী ;
রবিকর-মুখরিত প্রভাত-মগন,
শশিকর-বিভাসিত প্রফুল্ল যামিনী।

আরো কত ছিল তার সৌন্দর্য্য অপার,
বলিতে অন্তর কাঁপে সুখ-দুঃখ-ভারে :
অমৃত-পরশে তার ভুলি শতবার
বুঝিতে পারি নি কভু চিনি নাই তারে।

আজ সে চলিয়া গেছে ; ভাসিতেছে তার,
শান্তিভরা সুখভরা সুন্দর নয়ন।—
নবস্ফুট বসন্তের মাধুরী অপার,
শশিসিক্ত শরতের শুভ্র সে স্বপন।

আজ সে গিয়াছে চলে' ; স্বপ্ন ছায়ে তার
বিশ্ব অঙ্গে ফুটেছে নব নব শোভা :
ফুলে ফুলে ফুটিয়াছে মধু স্মৃতি তার
চাঁদে চাঁদে ভাসিতেছে তারি মধুপ্রভা।

সুখ।

সুরাপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্রে করেছি চুম্বন,
বুঝিয়াছি সুখ বিনা সকলি তো ফাঁকি!
আজ আমি খুলে দিব জীবন-বন্ধন :
আজ তবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি।
অমর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া,
নয়ন মুদিয়া আমি মধু করি পান :—
তোমার কুন্তল পাশে আমারে বাঁধিয়া,
হৃদয় ভরিয়া কর গুণ্ গুণ্ গান।
মধু-হস্তে ধরি' পাত্র মুখে ধর মোর,
সুবর্ণ মদিরা মোরা আরো করি পান :
নয়নে আসুক নেমে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান!
অপেক্ষায় সুখ-পুষ্প যেতেছে ঝরিয়া,
দেবতারা হাসে শোন গগন ভরিয়া।

ভুল।

ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা !
ওই আঁখি পানে চেয়ে
পরাণ পাগল পারা !
বিশ্ব যায় ভেসে ওরে !
কত বল্ রাখি ধরে' :
কেমনে বা রাখি ধরে'
আমি যে আপনাহারা !
আকাশে যখন চাই
শশীতারা কিছু নাই—
শুধু জাগে ওই, ওই,
তোর নয়নের তারা।

তৃষা।

তোমার সৌন্দর্য্য আর মোর ভালবাসা,—
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে দুই তুলনা-বিহীন :
পিপাসিত প্রাণে তুমি আকাঙ্ক্ষিত আশা,
করুণ-ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন !
আমার সকল অঙ্গ তৃষা জর জর,
তোমার পরশে পাবে বারি বৃষ্টিদান :
আমার সকল মনে শুষ্ক মর মর,
তোমার ও প্রেম হবে বসন্তের গান।
ওগো ! তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির-অপেক্ষায় :
যদি তুমি নাই এস, সুদূরে হাসিয়া
বরিষ স্বপন ধারা সুদীর্ঘ-সন্ধ্যায় !
আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা,
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।

সান্ধ্য সাগরে।

আজ কেন মনে আসে
দুটি আঁখি ভরা বাসে
মধুর মূরতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া ?

কে তুমি ডাকিছ মোরে,
সমস্ত হৃদয় ভ'রে ?
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান।
কে তুমি এসেছ কাছে,
হৃদয়ের পাছে পাছে,
কে তুমি শুনাও চির-পরিচিত গান ?

আজি কেন, আজি কেন
আকুল পরাণ হেন ?—
শত ধারা ভাঙ্গি' যেন যাইবে ছুটিয়া !
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে,
ধূসরিত সাগরান্তে,
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।

চিরদিন।

রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেমভরা অশ্রুভরা বিষাদ-চুম্বন :
সুখ-দুঃখ-বিজড়িত হৃদয়ের মেলা
রেখে গেছে চিরস্মৃতি সজল নয়ন।
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে ধূসর গগন,
তোমার মলিন মুখ মেঘে আসে নেমে ;
পরিপূর্ণ শুভ রাত্রি জোছনা-মগন,
তোমারি মলিন ছায়ে হাসি যায় থেমে।
আর তুমি যেথা যাও আমি আছি সাথে
কাছে কাছে, পাছে পাছে, মৃত্যুর মতন :
সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন।
দুটি দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল—
মিলনের মধু-স্মৃতি স্বপনের ভুল।

পূর্ণিমা।

সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার !
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোমার !
আমি নিশি, তুমি চাঁদ,
ভেঙ্গেছ জীবন বাঁধ
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার !
সতত সরস হাসি অধরে তোমার !

সতত সরস হাসি বসন্ত আমার !—
পুষ্পিত জীবন মোর হাসিতে তোমার।
আমি গীতি তুমি ছাঁদ—
পেতেছ মোহন ফাঁদ,—
বেঁধেছ কুসুম-ডোরে জীবন আমার !
সতত সরস হাসি নয়নে তোমার।

ও মধু সরস হাসি শরদ প্রভাত !
তুলেছি কুসুমরাশি ভরিয়া দু' হাত !
　　মধুর সরস গানে
　　মাধুরী ভাসিছে প্রাণে,
মরম মদিরা পিয়ে ভরি ফুল পাত !
তোমার সরস হাসি শরদ প্রভাত !

হায় প্রিয়ে ! হাস হাস ভরিয়া গগন ।
জীবন মরণ তব হাসিতে মগন ।
　　হাস আর হাস হাস,
　　জোছনা-সাগরে ভাস,
অধর হাস্ক তব হাস্ক নয়ন !
মদির জোছনা হৃদি করিছে চয়ন ।

সে।

সে !— এসেছিল, কেঁদেছিল,
বসেছিল কাছে :
ভয় ভয় কথা কয়
ব্যথা পাই পাছে।
আঁখি তুলে চেয়েছিল
ভেসে আঁখি-জলে :
মুখ খুলে থেমে গেল
আধ খানি বলে'।
এক বিন্দু হাসি তার
ঠোঁটে লেগেছিল,
ভাল করে দেখি নাই
কোথা মিলাইল !

দুটি হাত ধরে' মোর
কি যে ভেবেছিল,
"বিদায়" বলিয়া শুধু
কেঁদে থেমে গেল।
সেই যে গিয়াছে চলে'
আর আসে নাই—
সেই চেয়েছিল চোখে
আর চাহে নাই।
পথ পানে চেয়ে আছি
আসিবে কি শেষে?
উজলিবে হৃদি মোর
মৃদু মধু হেসে?

জোছনা।

এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ী!
প্রেমময়ী সুধাময়ী!
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া!—
সায়াহ্ন-সঙ্গীত তালে,
পুষ্পিত প্রদোষকালে,
স্বপ্ন-ভরা রূপ তব, রাখ বিস্তারিয়া।
স্বপ্নময় চন্দ্রমার
রজত-কিরণধার,
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব প্রেয়সি আমার!
শান্তি-ভরা ঘুম ঘোর
নয়নে আসিবে মোর
জীবনের যত জ্বালা ভুলিব আবার।

ক্রন্দন।

এ দেহ পুষ্পের মত
ওহে প্রাণপ্রিয়!—
সর্ব্বদা বসন্ত চাহে,
চাহে রবিকর!
তোমার পরশ—স্বপ্ন,
চুম্বন—অমিয়,
এ তনু লাবণ্য পারে
করিতে অমর!
প্রভাত-চুম্বিত ছিনু—
প্রফুল্ল পুষ্পিত,
বিশুষ্ক মলিন আজি—
গত গন্ধ প্রায়!

তোমার চুম্বন শূন্য
অরুণ—অতীত,
ও মুখ-পরশ ভিন্ন
বসন্ত কোথায় ?
আমার লাগিয়া আমি
করি না রোদন,
তোমার প্রেমের লাগি
যত ব্যথা পাই :
লাবণ্য হারায় যদি
বিপন্ন বদন,
ও প্রেম নন্দন তব
পাই কি না পাই!
প্রিয়! এ ক্রন্দন তাই।

সোঽহং।

অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !—
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতার :
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে ?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার !
জ্ঞান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মত
নিতান্ত নিষ্ফল হেথা মানবের প্রাণ ?
যত কর অন্বেষণ, হের অবিরত
শত আবরণে আপনারে মূর্ত্তিমান !
কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা ?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা ?

সাগরে।

চন্দ্রমা-চুম্বিত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল :
আর্দ্র বায়ু বহে' যায় আর মনে আসে
সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল।

জীবন বিজন বড় ; বিশ্বব্যাপী ব্যথা—
বুঝাবার জুড়াবার নাহি কোন ঠাঁই।
অভিশপ্ত প্রাণ ল'য়ে জন্মিয়াছি হেথা,
অনন্ত বাসনা শুধু চাই! চাই! চাই!

তাপসী।

শুনেছি আহ্বান তব ওহে প্রাণপ্রিয় !
আমার অন্তর আজি উঠেছে কাঁপিয়া :
ছিন্ন করি' আশা-পুষ্প জীবন অমিয়,
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।

বিভূতি মেখেছি হের সর্ব্বাঙ্গে আমার,
সুবর্ণ স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ ?
চরণে এনেছি মোর জীবন-আধার
রাগে রাঙ্গা জবাসম রক্ত অনুরাগ।

কবিতা কল্পনা ছিল, পূর্ণ শশী সম
জীবন আঁধারে মোর জোছনা ঢালিয়া :
মধু-নিশি শেষ হ'ল! স্বপ্ন মনোরম
জীবন ত্যজিয়া আজি গিয়াছে ভাসিয়া।

এ চির বিদায় নিতে বেদনা বেজেছে,
তরুণ হৃদয় মোর গিয়াছে ছিঁড়িয়া :
শুনেছি আহ্বান তব স্বপন ভেঙ্গেছে,
রচেছি পূজার ডালি হৃদি-রক্ত দিয়া।

ডেক না ডেক না আর শুনেছি আহ্বান,
আমার হৃদয়-তল উঠেছে কাঁপিয়া :
সঁপেছি চরণে যত পুষ্প হাসি গান
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।

সাগর-তীরে।

ফেলিয়া এসেছি দূরে জীবন-জনতা,
শত লক্ষ মানবের, অন্ধ কোলাহল :
হেথা শুধু আকাশের সুনীল বারতা,
গম্ভীর সাগর-গীতি, স্তব্ধ ধরাতল।

সৌম্য শান্ত সান্ধ্যছায়া পড়েছে সাগরে,
গগনে ভাসেনি শশী স্বপনে সাজিয়া :
আঁধারের মাঝে আজি কোন্ মোহভরে
স্বপ্নময়ী স্মৃতিগুলি উঠিল ভাসিয়া।

সেই, এমনি সায়াহ্ন আকাশের তলে,
তারকার পানে চেয়ে ছিলে দাঁড়াইয়া :—
সহসা অধরে তব যেন কোন্ ছলে
বিমল বিহ্বল হাসি উঠিল ভাসিয়া।

মালঞ্চ।

কি জানি কেমন করে' সে হাসি তোমার
আঁধার হৃদয় মোর গেছিল প্লাবিয়া :
শত লক্ষ কুসুমের পরশে আমার
বিভোর অলস প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া।

আর সেই ? সেই নিশি, স্বপন-মগন ?
শশিকর পড়েছিল অধরে তোমার :—
দুটি হাতে হাত আর নয়নে নয়ন,
তার পরে ছাড়াছাড়ি হ'ল দু'জনার।

আজ তুমি এত দূরে ? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দু'জনার :
ও পারে দাঁড়ায়ে তুমি দুরাশার মত,—
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।

বিফল ভিক্ষা।

এত টুকু চেয়েছিনু, এত টুকু মধু,
এত ধন আছে তব, ওহে প্রাণবঁধু!
কিছু দিতে নাই?
নলিন নয়ন দুটি স্বপনের সিন্ধু,
চেয়েছিনু তাহারই কৃপাদৃষ্টিবিন্দু,
পেয়েছি কি তাই?
তোমার পরশ স্বর্ণ—সুধা-পারাবার
একটি তরঙ্গ সখি! যদি দিতে তার,
ফুরা'ত কি ছাই?

সঞ্চিত অঞ্চলতলে কত শত নিধি,
একটি দিলে না তার ? তোমারে কি বিধি—
দয়া দেন নাই ?
পাশ দিয়ে চলে গেলে,সুবাস ঢালিলে,
চকিত পরাণ খানি চরণে দলিলে,
ভাল ভাল তাই !

লালসা।

সুন্দর হৃদয় পূর্ণ শুভ্র দেহ তব,
নয়নে ভাসিছে যেন নন্দনপিপাসা!
তোমার পবিত্র হৃদি,
প্রশান্ত অর্ণব :
আমার এ প্রেম যেন
তরঙ্গিত আশা!

ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়া :
তুমি যে সুন্দর, তুমি
তরঙ্গের ঘায়,
ক্ষীণ তৃণ দল সম
যাইবে ভাসিয়া।

আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল,
বিশ্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয় অনল !
আর আসিও না কাছে,
কি জানিগো পাছে
দগ্ধ হ'য়ে যাও, তুমি
শুভ্র শতদল।

গুঞ্জরে লালসা মোর, লুব্ধ অলি যেন !—
তোমার বদনে চক্ষে সুন্দর তরুণা !
বন্ধ গীতি সান্ধ্য ছায়ে !
কি জানিগো কেন ?—
এ মরু মরমে মোর
কাঁদিছে করুণা।

তুমি তো জান না আজ, সরল নয়নে
অনন্ত বিশ্বাসে তব, কি দিতেছ আনি !

তোমার ও দেহ-মন—
কুসুম-চয়নে,
কত সুখ কত ভয়
আমি তাহা জানি।

সুন্দর মরম ভরা শুভ্র তনু লখি',
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা!
এখনো সময় আছে
ফিরে যাও সখি!
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা।

মোনা।

সে দিন ভাসিয়া গেছে
কি জানি কেমন ?

বসন্ত মলয়ে মন্দ
আন্দোলিত ফুলগন্ধ
হৃদয় ললিত ছন্দ
ব্যাপ্ত দশ দিশি।
সে দিন চরণে তব
করিল চুম্বন
মোর প্রাণ হ'তে বালা !—
প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা
রক্ত মুখ রক্ত জ্বালা
সর্ব্ব দিবানিশি !

আর কেন? গেছে প্রেম।
মিছে আনা গোনা।
অধরে ভাসিলে হাসি
জেনো প্রতারণা!
"নয়নে অনল শুধু
সত্যের ছলনা"
আজ মোনা!

বিগত বসন্ত ভ'রে
এ প্রেম অতিথি
আনি পূর্ণ ভালবাসা
জাগাইয়া স্বর্ণ আশা
জীবনে বাঁধিয়া বাসা
করিল বসতি!

স্বপ্ন-রথে লয়ে' গেল
হইয়া সারথি!
বসন্ত কি আছে আর
কোথা অমৃতের ধার
কোথা প্রাণে পুষ্পভার
কোথা স্বপ্নভাতি?

আমি পূর্ণ ঘুমে, তুমি
নিতান্ত জাগিয়া:
সেই বসন্তের নিশি
ম্লান চন্দ্র দিয়া
আধ অশ্রু আধ হাসি
আধ জানা শোনা
নাই মোনা!

অনন্ত সুন্দরী ছিলে
বসন্ত-নিশায় ;
বাসনাবিহীন হাসি
শুভ্র শেফালিকারাশি
তোমার অধরে ভাসি
শীত চন্দ্র প্রায়!
চরণে আনিয়া প্রাণ
সকলি করিনু দান
গরল করিনু পান
প্রেমপিপাসায়
চিরস্মরণীয় সেই
বসন্ত-নিশায়।
লভিনু অবজ্ঞাদৃষ্টি
সুখহীন সব সৃষ্টি
জীবনে অনলবৃষ্টি
মৃগতৃষ্ণিকায়।

তুমি আজ আকাঙ্ক্ষিণী
নব প্রেমানুরাগিনী
অশ্রুভরা ভিখারিণী
মলিন-আননা—
আজ তব হাসি ভাসে,
আমি হেরি অনায়াসে
প্রাণে পুরে শুধু আসে
অতীত কল্পনা !

আজ তুমি ঘুমে, আমি
নয়ন মেলিয়া
"প্রেম ত বিদ্রূপ শুধু"
গেছ কি ভুলিয়া ?
বসন্তের শেষে কেন
নব প্রতারণা ?
ছি ছি সোনা !

তোমার আমার মাঝে
রয়েছে পড়িয়া—
নিস্ফল স্বপন, আর
শত শুষ্ক ফুল ভার
কত রক্ত লালসার
শ্বেত ভস্মরাশি!

কেমনে ফুটিবে আজি
দলিত কুসুমরাজি :
কেমনে উঠিবে বাজি
সেই সুখ বাঁশি?

তোমার আমার মাঝে
যেতেছে বহিয়া
বিস্তৃত বিস্মৃতি বারি ;
এ পারে দাঁড়ায়ে তারি

আমি পরশিতে নারি
গত স্বপ্নরাশি!
সতৃষ্ণ নয়নে চাও
চুম্ব উড়াইয়া—
যদি আজ এসে পড়ে
তৃষাতুর মোহভরে
আমার জীবন'পরে
তব চুম্ব হাসি!

অধরে কি তপ্ত লাগে
ফোটে প্রেম রক্ত রাগে
আবার জীবনে জাগে
প্রেম পুষ্পরাশি?

আজ বৃথা অভিসার
মিছে প্রতারণা,

নাহি প্রাণে হাহাকার
    অবোধ বাসনা!
মায়া মোহ সবি গেছে;
    এ নব ছলনা
    মিছে মোনা!

চাও যদি কর তবে
    চুম্বন প্রদান:
গাও প্রত্যাশিত তানে
কও কথা কানে কানে
আমার শীতের প্রাণে
    সকলি সমান!
জীবনে অনল নাই
আছে বাসনার ছাই
প্রাণ শুধু করে তাই
    পরিহাস পান।

মালঞ্চ।

দিবাদগ্ধ রাত্রিহীন
জীবনে আবার
প্রেম মায়া উপবন
নহে স্থজিবার।
কি ভুল আনিবে তবে
কি নব ছলনা ?
আজ মোনা !

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি।

এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট্‌,
শরদ প্রভাত শিক্ত শুভ্র শেফালিকা :—
কিম্বা কবি! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট!
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা—
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি!
তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি,
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সবি,
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গ ভরা হাসি!
আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার!
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অশ্রু পানে রাঙ্গা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙ্গিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট্‌
আমার আগ্রহ ভরা ভিখারী সনেট্‌।

ধাৰ্ম্মিক।

শুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায় :
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত অবনী,
আহা! আহা! বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান স্মরি
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া!
ওহে সাধু! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় :
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ।

অভিসার।

কেমনে আসিনু ? নিদ্রাহীন নিশি ধ'রে
বিজনে শুনিতেছিনু বিশ্বের বারতা :
আসিল অপূর্ব্ব প্রেম মোহ মন্ত্র ভরে,
পরশিয়া পক্ষে তার কহে গেল কথা !
ভাল করে বুঝি নাই ! প্রতি অঙ্গে মোর
পরিপূর্ণ রক্তে হ'ল আনন্দসঞ্চার,
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ;
বাহু, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তার,
খুলিল দুয়ার ! আমার তৃষিত চক্ষে
জাগিয়া তোমারি মূর্ত্তি অনিন্দ্য সুন্দর,
প্রাণ সংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণী বক্ষে,
মস্তকে সঙ্গীতপূর্ণ অনন্ত অম্বর !
তার পর ? সবি স্বপ্ন অনল বরণ :
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ ?

সাক্ষী।

তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের,
সমস্ত জনম তব চরণে পড়িয়া :
কলঙ্ক-কণ্টক-ভরা দুঃখ-শয়নের
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া !—
দেহের পরশ থাকে দেহের সীমায়,
অধরের চুম্ব যায় অধরে মরিয়া :
আমার এ প্রাণ শুধু তোমা পানে ধায়,
তোমারি সুবর্ণ প্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া !
প্রতি নিমেষের তুমি আনন্দ নির্ম্মল,
প্রতি নিমেষের তুমি গভীর বিষাদ :
পরাধীন তনু ব'লে হে প্রাণ-সম্বল !
চরণে করেছি কিগো চির অপরাধ ?
রুদ্ধ হিয়া বদ্ধ দেহ তৃষিত নয়ন
কত সুখে কত দুঃখে তোমাতে মগন।

বিদায়।

তোমারি পরশ লাগি অন্তর অধীর,
তোমারি দরশ তরে তৃষার্ত্ত নয়ন :
প্রতি প্রাতে পরিপূর্ণ আনন্দ মদির,
স্বপ্নালসে করি যেন কুসুম চয়ন।
সন্ধ্যাকালে শূন্যমনে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,
বাস্তবের অন্ধকারে জীবন মলিন!
স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প শুষ্ক হয়ে যায়,
সুন্দর হৃদয় রাজ্য পত্র-পুষ্প-হীন।
বুঝেছি আমার প্রেমে নাহি লাগে মন,
কষ্ট ক'রে আসিও না দিতেছি বিদায় :
পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে করিও ভ্রমণ
নিত্য নব মাধুরীর পল্লবিত ছায়!
তুমি পেয়ো শত-পুষ্প-বসন্তের বায়,
রেখে যেয়ো সব-শূন্য চির হায় হায়!

প্রেমপরিহাস।

সে দিন ধরণী ছিল নন্দন কানন,
বসন্ত পবন অঙ্গে, পুষ্পোজ্জ্বলা হিয়া!
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন,
স্বপ্নোজ্জ্বল মধু আঁখি—পূর্ণ উজলিয়া!
মন মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে
নিশি নিশি কত মধু করিয়াছে পান!
আজিকার রুদ্রালোকে জীবন-বিপ্লবে,
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন সমান।
আমার কি দোষ বল? দেবতা নির্দ্দয়
করিল মোদের লয়ে প্রেমপরিহাস!
দুদিনের ভুল ভাঙ্গি, জাগিল হৃদয়
শত ছিদ্র সর্ব্বাঙ্গের সুখস্বপ্ন-বাস!
সে রত্ন হারায়ে গেছে কি করিব বল?
তোমার নয়নে অশ্রু নিতান্ত নিষ্ফল!

রক্তগোলাপের প্রতি।

কোন দেবতার ছিলি আকুল ক্রন্দন,
হৃদয়ের রক্ত পিয়ে রক্তিম বাসনা ?
কোন মহা প্রণয়ের নিষ্ঠুর বন্ধন,
অলক্ত চুম্বন আর অমৃত-মগনা !
কোন পাদপদ্মে ছিলি অলক্তের দাগ—
নন্দনের শুভ চিহ্ন সুরক্ত স্মরণ !
কোন কিন্নরীর ওষ্ঠে তাম্বুলের রাগ—
কোন অপ্সরার বুকে রক্তিম বরণ ?
সহসা আসিলি যেন নন্দন ছাড়িয়া—
সুরাসিক্ত স্বপনের অস্ফুট আভাস !
জগত কমলবনে উঠিল বাজিয়া
প্রভাত রাগিণী সম বিহ্বল বিভাস !
কবিতা সঙ্গীত সবি অসার তুলনা !
এ মনে মদিরা তুই রক্তিমভূষণা।

বারবিলাসিনী।

শুন আমি বারবিলাসিনী!
　　নিশীথে পিপাসা হরা,
　　প্রাণহীন প্রেমভরা :
পদতলে উন্মাদ ধরণী,—
লালসা চঞ্চল হিয়া, উন্মাদ ধরণী!
　　আমি শুধু বারবিলাসিনী!

রঞ্জিয়াছি অধর আমার!
　　কোমল বিচিত্র রাগে
　　আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে মিশে—মধু পুষ্পসার!
　　রমণীয় অধর আমার!

মধু অঙ্গ'পরে নীলবাস,
নীল গগনের মত,
নীল স্বপ্ন বিজড়িত,
উড়াইয়া পুড়াইছে আশ—
চঞ্চল অঞ্চল উড়ি পুরাইছে আশ,
আবরিছে তনু নীলবাস।

শুভ্র রক্ত চরণ দুখানি!
কনক কিঙ্কিণী হাতে,
কনক কিরীট মাথে,
রজনীর রাজ্যে আমি রাণী—
ওগো অন্ধ রজনীর রাজ্যে আমি রাণী!

পুষ্পসম চরণ দুখানি!
এস পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী!
চরণে লেগেছে পঙ্ক,
প্রাণে কাঁপিছে কলঙ্ক:

এস পান্থ! আঁধিয়া রজনী—
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী!
এলে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী!

অধর-চুম্বন কর পান!
তরঙ্গিত তনু ভ'রে,
সব মধু লও হ'রে,
আছে যত পুষ্প হাসি গান!
তৃষাহীন নিশা মোর কর অবসান,
অধর-চুম্বন করি পান!

অঙ্গের পরশ লও টানি,
করিয়া বসন তব
পাও সুখ নব নব:
লাজহীন প্রেম-ভরা বাণী,
আঁধারে শুনিও মোর প্রেম-ভরা বাণী!—
অঙ্গের পরশ নিও টানি।

যাহা আছে, সব লও তুলে!
রেখে যেয়ো রক্ত জ্বালা,
তুলে নিও পুষ্পমালা :
রজনী-প্রভাতে যেয়ো ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হলে সব যেয়ো ভুলে!
আমার সকলি লও তুলে।

কিবা ভয়? রজনী আঁধার!
কলঙ্ককম্পিত দেহে,
অধীর প্রমত্ত গেহে,
কাটিবে গো রজনী তোমার!—
দুরন্ত আনন্দে যাবে রজনী তোমার :
কোথা ভয়? সকলি আঁধার।

তুমি যেয়ো এলে উষারাণী!
পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে
পশিও পবিত্র বাসে :

রজনীর কলঙ্কের বাণী—
ভুলে যেয়ো রজনীর কলঙ্ককাহিনী!—
শুধু আমি র'ব কলঙ্কিনী।

এ ধরার কলঙ্ক তুলিয়া
পরেছি পুষ্পিত শিরে!
এস পান্থ ধীরে ধীরে,
মর্ম্মহীন আবেগ লইয়া—
তোমার কম্পিত তনু—আবেগ লইয়া!
আমি র'ব কলঙ্ক বহিয়া।

চারি দিকে শত পুষ্পরাশি,
করি গন্ধ বিতরণ,—
মোহিতেছে বিশ্বজন!
আমিও যে, সবারে বিলাসি—
সুমন্দ সুগন্ধ আনি সবারে বিলাসি,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ বিকাশি!

নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর!
নাহি সুখ নাহি লজ্জা,
জীবন বিলাস সজ্জা,
কাঁজল নয়নে, ঘুম ঘোর—
চাও পান্থ আঁখি পানে, লও ঘুম ঘোর!
মোহ-ভরা, মধু দেহ মোর।

নাহি স্মৃতি, জীবন ব্যাপিয়া,
নাহি কোন অনুতাপ :
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া—
দিবস রজনী আমি, হাসিয়া হাসিয়া
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া।

আছে রূপ, বিশ্ব-বিমোহন।
পূর্ণ রক্ত শতদল
প্রস্ফুটিত ঢল ঢল,

গন্ধ তার কর আহরণ!
মত্ত মধুকর সম, করি আহরণ,
লও রূপ বিশ্ব-বিমোহন!

আমি যেন চিরদিন ঋণী!
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে,
বিলাই ভিখারী হ'য়ে,
বাসনা-বিহীন উদাসিনী!—
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী!
কে করেছে মোরে চিরঋণী!

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী!
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী!
চিরদিন, যৌবনে যোগিনী!

কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা—
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী!
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী।

মুক্তি।

তব প্রেম অত্যাচার হ'তে হে সুন্দরি !
লভিয়াছি মুক্তি আজ ! চুম্বনে কাঁপিত
প্রতি দিবা কৌতূহলে ; আনন্দে জাগিত
চির নিদ্রাহীন শত সচন্দ্র শর্ব্বরী,
হে সুন্দরি !

শ্রান্ত করি দেহ মন ধেয়ান ধারণা
প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন
কি তিক্ত অমৃতে তুমি করেছ মগন
নিশীথের স্বপ্নভাতি দিবসে ভাবনা
নির্ভাবনা ?

দুরন্ত জীবন আজ শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া।
উন্মাদ আনন্দ সুরা করিয়াছে পান :
তোমার রাজত্ব করি পূর্ণ অবসান
আপন আবেগে আজ যাবে কি জ্বলিয়া
দেহ হিয়া ?

অপসৃত প্রাণ হ'তে চিরবন্দনীয়
নির্দ্দয় পরশ তব রক্ত চরণের :
বিদ্যুৎ দরশ তব নক্ত নয়নের
ঢালে না জীবনে আর সে তীব্র অমিয়
চির-প্রিয় !

সুন্দর চরণাঘাতে কম্প্র হৃদি'পরে
ফুটে না কুসুমদল মদগন্ধভরা :
পাগল কুন্তল আর আঁধারে না ধরা !
যে স্বর্ণ সৌন্দর্য্যে ছিল প্রাণ পূর্ণ ক'রে,
গেছে ঝ'রে !

করপুটে ভিক্ষা মাগি হে বরসুন্দরি!
জনমের মত তুমি যাও তবে চ'লে :
জীবন ঢালিয়া মোর বিস্মৃতির কোলে
আপনারি কাছে রব' দিবসশর্ব্বরী,
হে সুন্দরি!

অভিশাপ।

কত যুগ যুগান্তর দিবস রজনী ধরে'
বিশ্বের প্রার্থনা
চির দীর্ঘশ্বাস-ভরা অশ্রুজল-পরিপূর্ণ
অবোধ বাসনা
ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্ণদ্বারে
হইয়া প্রহত
ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভরা
মস্তক আনত!
শুনেছে কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণসিংহাসনে
চিরানন্দ মাঝে?
অতি দূর ধরণীর কোন্ চোখে অশ্রুজল
কার ব্যথা বাজে?

শান্তিহীন ধরাবাসী চরণে এনেছে তবু
মর্ম্ম-উপহার,
জানে নাই সব স্বর্গ রুধিয়া আছিল এক
নির্ম্মম দুয়ার!
একদা প্রশান্ত সন্ধ্যা করুণার প্রাণরূপী
আঁধার বরণ—
দেবতার হাস্য মাঝে আসিল, সচন্দ্র রাত্রে
মেঘের মতন,
মুক্ত করি কেশজাল বিদেশের ধূলি-লিপ্ত
ধূসর চরণ
রাখিলা নন্দন'পরে শ্রান্ত ছায়াঞ্চল টানি
আনম্র নয়ন!
শিহরিল সুরলোকে অনন্ত আনন্দ-ভরা
সুরেন্দ্রের মন,
শীতের নিশ্বাস লাগি সহসা শিহরে যথা
পুষ্প-উপবন!

স্বর্গের রাজন্ কহে ডাকি সর্ব্ব সুরলোক
হে নন্দনবাসি!
শান্ত এ হৃদয়ে মোর কেমনে বাজিল আজ
সান্ধ্য রূপরাশি?
নিষ্ফল স্বর্গের শোভা অনন্ত বসন্ত ভাল
নাহি লাগে আর—
নব নব জগতের পরশ লভিব আজি
আকাঙ্ক্ষা আমার।

দেবেন্দ্রের আজ্ঞামত প্রহরী খুলিয়া দিল
স্বর্গের দুয়ার,
বসন্তের বায়ু 'পরে পারিজাত বরষিল
পরিমলভার!
নিশীথের সাথে সাথে কনক-প্রদীপ শত
জ্বলিলে নন্দনে,

সকল নন্দন আসি   একত্র মিলিল যেন
প্রমোদ বন্ধনে!
বসি স্বর্ণসিংহাসনে   সুধা-হস্তে স্বর্গপতি
সৌন্দর্য্যবেষ্টিত—
কিন্নরীর নৃত্যতালে   অপ্সরার গীতজালে
নিতান্ত জড়িত!
হেনকালে হু হু ক'রে   আসিল ঝটিকা, আর্ত্ত
ক্রন্দনের মত
বহিয়া জগৎ হ'তে   প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত শত!
থেমে গেল নৃত্যগীত!   সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল
স্বরগ-সঞ্চিত,
নিমেষে টুটিয়া গিয়া   আপনার মোহ হ'তে
করিল বঞ্চিত।
নিভিল প্রদীপমালা;   চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন,

যেন কোন মহাশূন্য অন্ধকার-পরিপূর্ণ
নিত্য সুখহীন।
অনন্ত গগন-ভরা বৃহৎ বিহঙ্গ যেন
পক্ষ প্রকম্পিয়া
শান্ত করিবারে চায় মর্ম্মভরা ব্যাকুলতা
শান্তিহীন হিয়া!
তেমতি কাঁপিল স্বর্গ! দেবতার দীর্ঘশ্বাস
ভগ্ন হৃদি-ভরা
শ্মশানে ঝটিকা সম রহিল ভীষণ ভাবে
সুখ-শান্তি-হরা।
তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত ক্রন্দনস্রোত
আসিল ছুটিয়া,
নন্দনের কূলে কূলে নতশির দেবতার
চরণ ঘিরিয়া!

পরদিন স্বর্গপুরে সুপ্রসন্ন সূর্য্যকর
সুবর্ণ ঝলকে
চুম্বিল সকল স্বর্গ, চুম্বিল সুরেন্দ্র-হৃদি,
চঞ্চল পুলকে!
বিষণ্ণ নন্দনপতি হস্তস্থিত সুধাপাত্র
ফেলি' দিয়া দূরে,
বাজাইলা স্বর্ণ ভেরী আহ্বানিয়া সুরসভা
সুপ্ত সুরপুরে।
বিষাদকম্পিত কণ্ঠে কহিলা স্বর্গের রাজা—
হে নন্দনবাসী!
জি হতে মোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীত গান
শত উচ্চ হাসি।
আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এত দিন
ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মভার।

হায় স্বর্গ! হায় ধরা! বন্দী আমি আপনার
নিয়মকারায়,
অনন্তে রচিত মোর হস্তস্থিত সৃষ্টিসূত্র
কোথায় হারায়?—
সৃজিয়াছি শান্ত সুখ, কোথা হ'তে আসে দুঃখ
মলিন-বরণ?
জীবনের সাথে সাথে কোথা হ'তে এল ভেসে
অবাধ্য মরণ?
কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী! তব তীব্র আর্ত্তনাদ
বজ্রশেল সম,
সহস্র-সম্ভোগ-ভরা কম্পিত এ স্বর্গধামে,
বাজে মর্ম্মে মম।
সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পরিয়া আমি
পূর্ণ পরাধীন:
অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ
স'ব চিরদিন।

স্বর্গসহচরগণ! আজি হ'তে আমি হ'ব
ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্ম্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস্
শত দুঃখ তান।
চির অশ্রুজল চ'খে জাগিয়া রহিব ল'য়ে
পূর্ণ পরিতাপ,
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ।

ঊষা।

কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর ঊষা!
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন,
কখন করিলে তুমি স্বর্ণ বেশ ভূষা?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন!
তোমারে আবরি' ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে:
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল নয়নে!

কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি পরে কুন্তুমিত কেশ :
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দ ভরা,—রজনীর শেষ !
পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল !

কল্পনা।

তোমারে পাব না জানি! তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনা পূর্ণ অসংখ্য কল্পনা :
অন্তরের কানে কানে মোহ মন্ত্র ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র জল্পনা।

যদি কোনদিন আমি মুহূর্ত্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্য্যের ছায়,—
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহ ভরে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায়!—

কল্পনার স্বপ্ন-ছল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় :
আমার অন্তরতলে শত পুষ্প ফোটে,
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায়!
এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ?

নিশীথে।

নূপুর খুলিয়া লও!
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে—
আমাদের দু'জনের কলঙ্কের কথা :
যদি এই অর্দ্ধসুপ্ত সংসারের মাঝে
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথা,—
মর্ম্ম-কাতরতা!

কৌতূহল-পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা প'ড়ে যায় :
যদি নব-প্রস্ফুটিত এ প্রেম পবনে
দু'জনার সর্ব্বসুখ অন্তরের ছায়
শুষ্ক হয়ে যায়?

দুঃখ।

তোমারে চিনেছি দুঃখ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্ব সুখ হ'তে! সাধ ক'রে
প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লও প্রাণ-পুষ্প শত!
অধরচুম্বনছলে রক্ত কর পান,—
নিশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার,
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান,
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।

সমস্ত জীবন ওগো রহস্যমধুরা !
দিবসে নিশীথে কর খেলনা তোমার :
সর্ব্বদা করিছ পান অগো তৃষাতুরা !—
আশা ভয় প্রেম সুখ সর্ব্বস্ব আমার !
অন্তরে জ্বলিছে চির চুম্বন তোমার,
অনন্ত সুন্দরী তুমি প্রেয়সী আমার !

সুখ।

তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে
প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাস্যভাতি :
কি স্বর্ণ মোহন মন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকশিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি !
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক !
ঢালিছ অনিন্দ্য হাসি সে সুধা জিনিয়া :—
কুসুম দুর্ব্বল দেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য ঝলসিয়া !

অপ্সরার বক্ষ ভ'রে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখ :
নির্ম্মমের মত হেথা ছদ্ম বেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত, হে সুন্দর সুখ !
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ-মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গপুরে সুরেন্দ্রবন্দিত !

জীবনের গান।

সুপ্রসন্ন সুপ্রভাত আজি!
সুন্দর সূর্য্যের আলো
চরাচর চক্ষে,
সুমন্দ বসন্ত বায়ু
অবনীর বক্ষে
প্রস্ফুটিছে শত পুষ্প-রাজি—
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্পরাজি
সুবসন্তে আজি!

চারিদিকে স্বর্ণ স্বপন!
এমন্ বিহঙ্গ মোর
কোথা উড়ে যায়,
ধরণী ছাড়িয়া কোন্
গগনের গায়?
মোহমগ্ন জীবন মরণ—
কি স্বপ্ন চুম্বিয়া আজি সুবর্ণবরণ
জীবন মরণ।

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর!
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্ত ফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধু গন্ধ তার:

স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর!

আসে নেমে যশ সুরাঙ্গনা!
গগনে ফুটিছে পুষ্প
চরণ আভাসে,
আমারে বাঁধিছে যেন
শত পুষ্প পাশে
স্মিত-হাস্যে প্রফুল্ল-আননা—
সহস্র সৌন্দর্য্য ভরা চিরশুভ্রাননা
যশ সুরাঙ্গনা।

পরিপূর্ণ সুবর্ণ নেশায়
আসিছে হাসিছে আশা
শত স্বপ্ন রাণী!—

ঢালিছে আমারি কর্ণে
আর স্বর্ণ বাণী :
হস্তে তার মদপাত্র ভায়,—
সে মদ চুম্বিয়া হৃদি কি যে গীত গায়
সুবর্ণ নেশায় !

প্রাণপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপনে
অস্ফুট সঙ্গীত তালে
ফেলিছি চরণ :
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত-বরণ
ধরণীর বসন্ত কাননে !—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব্ব স্বপনে।

আমি রাজা, সকলি আমার !
আনন্দিত তৃণ' পরে
            দাঁড়াইয়া আমি,
চরণে প্রশান্ত ধারা
            আমি তার স্বামী ;
দূর হ'তে গগন অপার
শ্রবণে ঢালিছে সুরসঙ্গীতের ধার,
            ইঙ্গিতে আমার !

ওগো এস এস কাছে মোর !
অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে
            বিলাইতে চাই
অনন্ত জীবন আজি
            তারি গানে

মালঞ্চ।

তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর,
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যু ঘোর?
এস কাছে মোর।

দরিদ্র।

অনেক সৌন্দর্য্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আঁধারে :
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস রজনী করে উন্মাদ আমারে !

গাহে পাখ, বহে বায়ু বসন্তের মত,
নানা বর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে :
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে !

মালঞ্চ।

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের :
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।

হৃদয় সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায়!

শেষ।

ওগো আর নাই এই শেষ!
মালঞ্চের পুষ্পরাজি
সকলি দেখেছ আজি
আর কিছু নাই অবশেষ—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ—
এই শেষ!